তারিখ ... 12 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

সৃজনশীলের ভালো-মন্দ ও ১০টি সুপারিশ

সৃজনশীল পদ্ধতি প্রবর্তনের পর সৃষ্ট ১০টি মন্দ দিক

১. সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকদের পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই
২. সব শিক্ষককে যথাযথ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি
৩. সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি বাস্তবায়নে অনেক শিক্ষকের অনীহা
৪. নোট-গাইড বইয়ের ওপর নির্ভরতা বেড়েছে
৫. প্রাইভেট-কোচিং বাণিজ্যের বিস্তার
৬. ক্লাসরুমে মানসম্মত পাঠদান হয় না
৭. প্রশ্ন প্রণয়ন, মডারেশন ও উত্তরপত্র মূল্যায়নে সৃজনশীলতার অভাব
৮. বাস্তবায়নে কার্যকর তদারকি না থাকা
৯. মুখস্থ করতে হয় না বলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়ালেখার আগ্রহ কমেছে
১০. অভিন্ন কোনো উত্তর নেই। শিক্ষকরা মুখস্থ নম্বর দিয়ে থাকেন

সৃজনশীল ১০টি ইতিবাচক দিক এনেছে

১. শিক্ষার্থীকে গোটা বই পড়তে হয়.
২. ভালো করার জন্য আগের চেয়ে বেশি লেখাপড়া করতে হয়
৩. পাঠ্যবইয়ের তথ্যগুলো ভালোভাবে বুঝতে হয়
৪. মুখস্থনির্ভর লেখাপড়া কমেছে
৫. স্মৃতির পরিবর্তে নিজের সৃজনশীলতা থেকে লেখার অভ্যস্ততা বেড়েছে
৬. বইয়ের পাঠের সঙ্গে চারপাশের জীবন ও বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে তার প্রয়োগ করতে হয়
৭. শিক্ষার্থীর নম্বরপ্রাপ্তির হার বেড়েছে
৮. সার্বিক পাসের হার বেড়েছে
৯. ভালো ও দুর্বল শিক্ষার্থীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
১০. নম্বর দেয়ার পার্থক্য কমেছে

সফল বাস্তবায়নে ১০টি সুপারিশ :

১. এমসিকিউ পরীক্ষা ৪০ নম্বর থেকে কমানো
২. যোগ্য ও মেধাবীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ এবং আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি
৩. সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি, মডারেশন ও উত্তরপত্র মূল্যায়নে প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ
৪. শ্রেণী শিক্ষকদের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে
৫. প্রধান শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ
৬. প্রতিটি বিদ্যালয়ে কারিকুলাম ও পাঠ্যবইয়ের ওপর একজন করে শিক্ষককে নিবিড় প্রশিক্ষণ
৭. প্রয়োজনে সহকারী প্রধান শিক্ষক (কারিকুলাম ও মূল্যায়ন) নামে একটি পদ সৃষ্টি
৮. মাঠ পর্যায়ে পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত ও তদারক কর্মকর্তাদের দক্ষ করা
৯. বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও চর্চা নিশ্চিত করা
১০. প্রতিটি জেলায় কারিকুলাম অথরিটি পদ সৃষ্টি

আনার জরুরি। এতে ভালো ও দুর্বল ছাত্রের মেধার মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে। সৃজনশীল পদ্ধতিতে, নম্বর দেয়ার ক্ষেত্রে ভগ্নাংশ নম্বর দেয়ার সুযোগ দেয়া হয় না। ভগ্নাংশ নম্বর দেয়ার সুযোগ দিলে এ পদ্ধতি আরও সৃজনশীল হবে। অনেক শিক্ষক গোপনে নোট-গাইড বইয়ের সহায়তা নেন। তাই এগুলো বন্ধ না করে মান নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। এগুলোকে নোট-গাইড হিসেবে না দেখে শিক্ষার সহযোগী উপকরণ হিসেবে দেখা যায় কী না- তা বিবেচনা করা যায়।

অধ্যক্ষ মাকসুদ উদ্দিন : সৃজনশীল পদ্ধতির কোনো সমস্যা আমি দেখি না। আমার মতে, সমস্যাটা রয়েছে প্রয়োগে। আর রয়েছে মানসম্মত প্রশ্ন প্রণয়নে। সৃজনশীলে চারটি ধাপে প্রশ্ন থাকে। এরমধ্যে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন খুব সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে। এ ব্যবস্থার কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়ালেখার আগ্রহ কমে যাচ্ছে। এখন তাদের অনেকেরই পড়া সীমিত হয়ে গেছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বেছে বেছে কয়েকটা সূত্র পড়লেই হয়ে যায়। এটা দিয়েই সে এমসিকিউয়ের জবাব দেয়। সমস্যার সমাধান করে। এজন্য পড়ার আর শেখার আগ্রহ কমে গেছে।

অনেক শিক্ষক সৃজনশীল বোঝেন না। এখন যিনি সৃজনশীল বোঝেন না বা ঠেকে এই পেশায় এসেছেন তিনি ক্লাসে কী শেখাবেন। আমার কলেজে ৫০ জন শিক্ষক আছেন। প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ১০ জন। ঢাকার একটি কলেজের এই অবস্থা হলে সারাদেশের অবস্থা তাহলে কেমন? তাই মানসম্মত শিক্ষা ও সৃজনশীলের সফল বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা ও ভালো শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষককে অর্থনৈতিকভাবে সুবিধা ও সম্মান দিতে হবে। নইলে এমন শিক্ষক পাওয়া যাবে যিনি লুকিয়ে গাইড দেখে পড়াবেন। এমসিকিউ যে চালুর উদ্দেশ্য তিরোহিত হয়ে গেছে। এমসিকিউয়ের উত্তর দেয়ার সক্ষমতা অর্জন করতে হলে শিক্ষার্থীর গোটা বই পড়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হচ্ছে না। কেননা, পরীক্ষার জন্য ৪ সেট প্রশ্ন হয়। কথা ছিল, একটি হলে চার সেট ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেয়া হবে, যাতে কেউ দেখাদেখি করতে না পারে। কিন্তু এখন এক হলে এক সেট যায়। আর 'এয়ারটেল', 'বাংলালিংক' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করে উত্তর নিশ্চিত করা হয়। এভাবে এমসিকিউ পরীক্ষাকালে পরীক্ষার হল মাছ বাজারে পরিণত হয়।

সবচেয়ে বড় সমস্যা আমাদের অনেক শিক্ষকের নৈতিকতায়। অনেকেই প্রশ্ন ফাঁস করেছেন উত্তরপত্র মূল্যায়নেও সমস্যা আছে। মূল্যায়নকারী প্রশ্নের উত্তর মনে করছেন একরকম। আবার প্রশ্নকর্তা আরেকরকম মনে করছেন। এই সমস্যার প্রতি নজর দেয়া প্রয়োজন।

তবে সৃজনশীলের সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে, এখন শিক্ষার্থীকে গোটা বই পড়তে হয়। আর যেসব প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীকে পুরো বই শেখাতে চায়, শিক্ষার্থীর সঙ্গে সেখানে শিক্ষককেও পড়তে হয়।

আসমা পারভীন : এবার উচ্চ মাধ্যমিকে নতুন ইংরেজি বই চালু করা হয়েছে। বইটি লিখতে সময় দেয়া হয়েছে ১৬ মাস। কিন্তু লেখা শেষ হওয়ার পরই পাঠ্যভুক্ত করে ক্লাসরুমে পাঠানো হয়েছে। এটি ঠিক হয়নি। আরও অন্তত ১২ মাস হাতে রেখে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার পর ক্লাসে পাঠালে ভালো হতো। তবে এটা ঠিক, নতুন বইটি আগেরটির তুলনায় অনেক ভালো। সাহিত্যভিত্তিক করে রচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থ। এতে একইসঙ্গে গদ্য ও পদ্যের উপস্থিতি আছে। শিক্ষার্থীকে ভাষা, সাহিত্য, ভোকাবুলারি (শব্দ ভাণ্ডার) ইত্যাদি শেখাতে সাহিত্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। যদি ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীকে ধরে রাখতে হয়, তাহলে তাকে আনন্দের মধ্যে পড়াতে হবে। এজন্য এই বইটি ভালো। তবে ইংরেজিতে বিজ্ঞানের মতো ব্যবহারিক প্রবর্তন করা উচিত। স্পোকেন ও লিশেনিংকে ব্যবহারিকের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

আমাদের দেশে ইংরেজিতে দক্ষ শিক্ষকের অভাব রয়েছে। অনেক কলেজে একইসঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিকের পাশাপাশি অনার্স, পাস ও মাস্টার্স প্রোগ্রাম রয়েছে। এসব কলেজে একজন শিক্ষককে একইসঙ্গে অনেক ক্লাস নিতে হয়। কিন্তু দু'টির পর তৃতীয় বা চতুর্থ ক্লাস একইদিনে মানসম্মতভাবে নেয়া সম্ভব নয়। তাই সরকারকে ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষক বাড়িয়ে নেয়ার নীতি গ্রহণ করতে হবে।

ইংরেজিতে সৃজনশীল ও অংশগ্রহণমূলক পাঠদানে প্রধান বাধা হচ্ছে 'ক্লাসসাইজ'। একটি ক্লাসে কতজন ছাত্র থাকতে পারবে, তার বিধান আছে। কিন্তু নানা কারণে তা মানা সম্ভব হয় না। তবে মানসম্মত শিক্ষার জন্য এটা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। কেননা, ১০০ জনের ক্লাসরুমে সব শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পড়ানো সম্ভব নয়। সেই ক্লাস কার্যকরিও নয়।

ফাতিমা শারমীন : সৃজনশীল পদ্ধতিটা খুবই ভালো। আমার মাঝে-মধ্যে আফসোস হয় কেন আমাদের সময়ে এটা ছিল না। আমার মনে হয়, পদ্ধতির মধ্যে না গিয়ে সমস্যাটা অন্যত্র খুঁজতে হবে। সেটা শিক্ষকের মান, পাঠদান, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণ, শিক্ষকের বেতনভাতা ও মর্যাদা ইত্যাদি ক্ষেত্রে। আন্দোলন করে এদেশে শিক্ষককে মর্যাদা আদায় করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বেতন কাঠামো ও মর্যাদার জন্য আন্দোলন করছেন। বর্তমানে প্রাথমিকের অনেক শিক্ষকই অনার্স-মাস্টার্স পাস করা। কিন্তু এসব শিক্ষক তৃতীয় শ্রেণীরও নিচে অবস্থান করছেন। অথচ একজন নার্সও দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রেডে বেতন পেয়ে থাকেন। এই বৈষম্য দূর করা আশু জরুরি।

আগেই বলেছি, সৃজনশীল পদ্ধতি ভালো। এ বিষয়ে শিক্ষকদের আরও প্রশিক্ষণ দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের বর্তমানে গ্রেডিংয়ে মূল্যায়ন করা হয়। জিপিএ-৫ পাওয়ার জন্য অনেক শিক্ষার্থী এখন সব অধ্যায় পড়ে না। কেননা ৮০ শতাংশ পেলে একজন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পায়। যদি জিপিএ'র পাশাপাশি নম্বর দেয়া যেত, তাহলে বেশি নম্বরের আশায় প্রতিযোগিতা বেড়ে যেত।

জিয়াউল কবীর দুলু : সৃজনশীল পদ্ধতিকে আমরা সাধুবাদ জানিয়েছিলাম। কিন্তু সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে হলে শিক্ষকদের সৃজনশীল করতে হবে। আইন করে নোট-গাইড নিষিদ্ধ করতে হবে। ক্লাসরুমে মানসম্মত পাঠদান নিশ্চিত করতে হবে। সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হলেও বেশিরভাগ শিক্ষকের এ বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ নেই। বেশিরভাগ শিক্ষক বাজারের নোট-গাইড বই থেকে প্রশ্ন করেন এবং শিক্ষার্থীদের এসব বই পড়তে উৎসাহিত করেন।

শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করতে উচ্চ আদালতে রিট আবেদন করেছিলাম। ওই রিটের পর তড়িঘড়ি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি প্রজ্ঞাপন দিয়ে কোচিং-বাণিজ্য বন্ধের নীতিমালা জারি করল। কিন্তু প্রকারান্তরে এর মাধ্যমে কোচিংকেই বৈধতা দেয়া হয়েছে। এর ফলে কোচিং বাণিজ্য মহামারি আকার ধারণ করেছে। শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট বা কোচিং করতে জিম্মি করে ফেলছেন শিক্ষকেরা। অতিরিক্ত ক্লাসের নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোচিং বাণিজ্য শুরু হয়েছে।

এ পদ্ধতির সুফল পেতে হলে শিক্ষক নিয়োগে যোগ্য ও মেধাবীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। মফিজিলের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০১৩ সালে টাকার বিনিময়ে ১৬২ জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এসব শিক্ষকের অনেকে বাড়তি আয়ের দিকে বেশি মনোযোগী। তারা আগে বিনিয়োগ তোলার দিকে মনোনিবেশ করেছেন। শিক্ষকদের এসব মনোবৃত্তি বন্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

নীপা সুলতানা : সৃজনশীলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রভাব তেমন নেই। প্রভাবটা রয়েছে বিজ্ঞানে। বিজ্ঞানের নতুন বই শিক্ষার্থীরা পেয়েছে। চমৎকার বই। কিন্তু এখনই এসব বইয়ে নানা ধরনের ভুলত্রুটি রয়েছে।

বলা হচ্ছে, কোচিং আর নোট-গাইড বন্ধের জন্য এই পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষকরাই গাইড দেখে পড়িয়ে থাকেন। আবার শিক্ষার্থীরা বলছে, আমরা পরীক্ষায় যে প্রশ্ন পাই, তা গাইড থেকে করা হচ্ছে। মূল বইয়ে এই প্রশ্ন পাচ্ছি না। সৃজনশীলে উত্তর মুখস্থ করতে হয় না। বাচ্চারাও এই সূত্র অনুসরণ করছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বিভিন্ন বিষয়ের মৌলিক দিকগুলো মুখস্থ না করলে শিক্ষার্থী কীভাবে উত্তর লিখবে। যেহেতু মুখস্থ ছাড়া মৌলিক বিষয়ে উত্তর করা সম্ভব নয়, সে কারণে অনেক শিক্ষার্থী জ্ঞানমূলক অংশে শূন্য পাচ্ছেন। এখানেই শেষ নয়, শিক্ষকরাও মুখস্থ নম্বর দিয়ে থাকেন। আমি দেখেছি, শিক্ষকরা ঠিকমতো উত্তরপত্র মূল্যায়নও করছেন না।

শিক্ষকের কোচিংয়ের কথা এসেছে। ডাক্তারের মতো প্রাকটিস করতে চান। কিন্তু প্রাকটিসটা ম্যালপ্রাকটিসে (অপচর্চা) পরিণত হতে পারে না। কিছু শিক্ষক আছেন যার কাছে না পড়লে নম্বর কম দেন।

আহমেদ দীপু : আমি কেবল সাংবাদিক নই, একজন অভিভাবকও। একজন অভিভাবক হিসেবে বলব আমি সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি বাস্তবায়নে পক্ষে। তবে এ পদ্ধতির অনেক ত্রুটি রয়েছে। ঢাকার নামিদামি প্রতিষ্ঠানের অনেক শিক্ষকের সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা ও চর্চার মনোভাব নেই। তাহলে গ্রামের শিক্ষকরা কী করবেন। আমার ছেলে ঢাকার একটি নামি কলেজে পড়ছে। ওই কলেজের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় সৃজনশীল পদ্ধতির পরিবর্তে প্রশ্নপত্রে আগের সিলেবাস থেকে প্রশ্ন করতে দেখেছি।

বিদ্যমান শিক্ষা কাঠামোতে এইচএসসি'র শিক্ষার্থীরা সবমিলিয়ে ১০-১২ মাস ক্লাস পাচ্ছে। অথচ তাকে বিশাল সিলেবাস পড়তে হচ্ছে। ২৪ মাসের কোর্স কী ১০, ১২ বা ১৫ মাসে শেষ করা সম্ভব? একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে এ সময়ে পুরো সিলেবাস পড়া কী সম্ভব? পুরো সিলেবাস পড়তে না পারলে তারা কী পরীক্ষা দেবে? বিনয়ের সঙ্গে বলছি, শিক্ষার্থীদের পুরো সিলেবাস শেষ করার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর ওপর এই যে সিস্টেম ও বাড়তি পড়া চাপিয়ে দেয়া হল তা পুনঃমূল্যায়ন করা প্রয়োজন। স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যখানে থাকা কলেজে এইসএসসিতে পূর্ণ দুই বছরই পাঠদানের ব্যবস্থা করুন। আগে পরীক্ষা নেয়ার নামে তড়িঘড়ি সিলেবাস শেষ করার প্রবণতা বন্ধ করা প্রয়োজন। সৃজনশীল পদ্ধতিকে সফল করতে হলে কয়েকটি দিকে নজর দিতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কী পদ্ধতিতে পড়ানো হচ্ছে, সেটা আদৌ সৃজনশীল পদ্ধতি কী না— তা মনিটরিং করা দরকার। শিক্ষার্থীর বয়স অনুযায়ী কারিকুলাম ঠিক করতে হবে। নবম-দশম বা একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থী কতটুকু ধারণ করতে পারবে, সে অনুযায়ী সিলেবাস ঠিক করা দরকার। এ ছাড়া নৈর্বাচনিক প্রশ্নে ৪০ নম্বর আদৌ দরকার আছে কী না তা দেখা প্রয়োজন। যে সব শিক্ষক সৃজনশীল পদ্ধতি বুঝেন তাদের প্রশ্নপত্র তৈরি ও উত্তরপত্র মূল্যায়নের দায়িত্ব দিতে হবে। যে সব শিক্ষক পড়ারেন তাদের সৃজনশীল হতে হবে।

রুফিকুল ইসলাম রতন : যুগান্তর বা আমরা কেউই সৃজনশীল পদ্ধতির বিরুদ্ধে নই। ৬ বছর আগে চালু করা এই পদ্ধতি নিয়ে নানা আলোচনা-পর্যালোচনা চলছে। অনেকে সমালোচনাও করছেন। আমরা চাই এই পদ্ধতি এগিয়ে যাক। এ ক্ষেত্রে যদি কোনো ত্রুটি থাকে, তা বেরিয়ে আসুক। কেননা সমস্যা চিহ্নিত হলেই তা সমাধান সম্ভব। এই লক্ষ্যেই আমরা আজকের এই গোলটেবিলের আয়োজন করেছি। আধুনিক পদ্ধতি হিসেবে সৃজনশীলের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। সৃজনশীল পদ্ধতি বাস্তবায়নের আতুরঘর হচ্ছে ক্লাস রুম। ক্লাসরুমে যদি ঠিকমতো পাঠদান না হয়, তাহলে এই পদ্ধতির সফল বাস্তবায়ন কঠিন হবে। সৃজনশীলের সঙ্গে শিক্ষকদের প্রশিক্ষন দিয়ে উপযুক্ত করার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সেসব কথাই আমরা এখানে বলতে চাই।